স্কাইলাইট

নন্দিতা বাগচী

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

খেলা	....	১১
ঈপ্সিত	....	১৮
হোম মেকারস	....	২০
ষষ্ঠেন্দ্রিয়	....	২৭
স্কাইলাইট	....	২৯
বিপ্রলব্ধা	....	৩৬
ভিশন	....	৩৮
সন্তান সন্ততি	....	৪৫
বোধন	....	৪৬
ক্যালাইডোস্কোপ	....	৫৪
লাল কাঁকড়া	....	৫৬
দিবস-রজনী	....	৬২
পুনরাগমনায় চ	....	৬৪
অচ্ছুৎ কন্যা	....	৭২
গুরু-শিষ্য সংবাদ	....	৭৪
বেবি শাওয়ার	....	৮২
শব্দভেদ	....	৮৩
জল্লাদ	....	৯০
ভ্যালেন্টাইনস ডে	....	৯২
রত্নাকর	....	৯৮
বৃদ্ধি	....	১০০
কালো হিরে	....	১০৯
দ্য ফেমিনিস্ট	....	১১০
ছাইরং	....	১১৬
সংসার	....	১১৮
বেড়া	....	১২৫
সহসা	....	১২৭
যৌতুক	....	১৩৫

খেলা

প্রতি রোববার সকালের মতোই ফোনটা এল মোমের। প্রতিবারের মতোই রিসিভার নিয়ে কাড়াকাড়ি আর্য আর রাজেশ্বরীর।

—হাই মাম্মা। সারপ্রাইজ-সারপ্রাইজ-সারপ্রাইজ। আ বিগ সারপ্রাইজ ফর ইউ। ড্যাডকে দাও। আই ওয়ান্ট টু ব্রেক দ্য নিউজ টু হিম।

আবারও রিসিভার নিয়ে লোফালুফি,

— হ্যাঁ মোম বল। পেপারটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে তো? আমি জানতাম। কার মেয়ে দেখতে হবে তো।

— নো রং গেস। নেগেটিভ মার্কিং হয়ে যাবে কিন্তু। ওকে, ওকে, আর গেস করতে হবে না। লিস্‌ন ড্যাড, আই হ্যাভ ম্যারেড টিমোথি। টিমোথি অ্যান্ডারসন। আমাদের ইউনিভার্সিটির বেসবল চ্যাম্পিয়ন। কী হল, কথা বলছো না কেন? আর ইউ হার্ট ড্যাড? কাম অন। সে সামথিং। জানো ড্যাড, টিমোথি ইজ রিলেটেড টু মার্টিন লুথার কিং। ওর গ্র্যান্ড ফাদারের কাজিন ছিলেন উনি।

কী বলবে আর্য? কনগ্র্যাচুলেশন? আ অ্যাম প্রাউড অফ ইউ মাই ডটার? কানে বেজে চলেছে এক তরফা কথার ফুলঝুরি। না, সেসব কথায় স্বীকারোক্তি নেই। নেই স্বীকৃতির জন্য আবেদনও। শুধু একটা নতুন খবর জানাবার উত্তেজনা। একটা অর্জনের উন্মাদনা। ঠিক যেমন সুর ছিল ওর গ্র্যাজুয়েশন কিংবা মাস্টার্সের রেজাল্ট জানাবার সময়ে।

— কান্ট আই টেক দ্য ডিসিশন অফ মাই লাইফ, ড্যাড? অ্যাম আই নট ম্যাচিওর এনাফ? কাম অন ড্যাড, চিয়ার আপ, বি আ স্পোর্ট।

রিসিভারটা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই রাজেশ্বরী চেঁচিয়ে ওঠে,

— ছেড়ে দিলে যে বড়ো। আমার সঙ্গে তো কথাই হল না। তুমি একটা কি বলো তো? দিন দিন বুড়ো হচ্ছো আর বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পাচ্ছে যেন। এখান থেকে তো একটাও ফোন করতে দেবে না। মেয়েটা অতদূর থেকে ফোন করল আর আমার সঙ্গে কথাই বলতে দিলে না?

ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে নাক লাল করে কাঁদতে শুরু করল রাজেশ্বরী।—দুটো নয়, চারটে নয়, একটা মাত্র মেয়ে আমার। তুমি কী আর বুঝবে মায়ের মন। পেটে ধরলে বুঝতে।

পরিস্থিতিটা সামলাতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে আর্য। হিসহিস করে সাপের মতো। সব কিছুতেই সমানাধিকার চাই তোমাদের? তবে আমিই বা শক-অ্যাবজর্বার হই কেন?

বলেই ছোবলটা মারে। বিষ ঢালে। আর্তনাদ করে ওঠে বিদ্ধ রাজেশ্বরী। কাজের লোক দুটোর মুখ চাওয়া-চাওয়ি।

২

কাজের লোকেরা কাজ সেরে চলে গিয়েছিল বেলা এগারোটা নাগাদ। আবার ফিরেও এল বিকেল পাঁচটায়। টেবিলে খাবার ঢাকা পড়ে আছে যেমনকার তেমনি। প্লেট-গ্লাসগুলোও উলটে আছে সকালের মতোই। রাজেশ্বরীর চোখ-মুখ ফুলে আছে। আর্যও পাষাণবৎ। চা দিতে এসে অনুসন্ধিৎসু মনার মা,

— বউদির কী হয়েছে দাদাবাবু?

একটু চুপ করে থেকে লাগসই জবাব খোঁজে আর্য।

— বউদির মায়ের শরীর খারাপ। সকালে ফোন এসেছিল।

ফোনের কথাটা বলে যেন সকালের আর্তনাদটাকে সিংক্রোনাইজ করানো গেল। দুপুরে খাবার না খাওয়ারও উপযুক্ত কারণ হতে পারে সেটা। একটা ভার নেমে গেল আর্যর বুক থেকে। নয়তো আজ রাতের মধ্যেই এ বিল্ডিং-এর প্রতিটি ফ্ল্যাটে পৌঁছে যেত তার রেশ। তবে কাল সকাল নাগাদ অনেকেই আসবেন রাজেশ্বরীর মায়ের খোঁজ-খবর করতে।

রাত নটা নাগাদ রাজেশ্বরীকে টেনে তুলল আর্য। সকালের চায়ের পরে বিকেলের চা, আর কিছুই পেটে পড়েনি সারাদিন। প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ এলে যেমন হয়। ছি-ছি একী করছে ওরা! মেয়েটা বিয়ে করেছে তার পছন্দের একটা ছেলেকে। ওরা কেন এত শোকাচ্ছন্ন হয়ে আছে? গায়ের রং-এ কী এসে যায়? আর্যর দু কানে বেজে উঠল, চিয়ার আপ ড্যাড। বি আ স্পোর্ট।

রাজেশ্বরীকে কিছুই খাওয়ানো গেল না। ওর মায়ের মৃত্যু-সংবাদও হয়তো এতটা কাবু করতে পারত না ওকে। বাথরুম থেকে বেরিয়েই ডুকরে উঠল আরেকবার,

— একটা সাদা চামড়ার সাহেবকেও তো বিয়ে করতে পারত।

রাজেশ্বরীর ভাবনাটা ভাবাচ্ছে আর্যকেও। তরাজুর পাল্লাতে যখন তুল্যরূপের আকাল পড়ে, সমঝোতায় যেতে চায় মন। তবে চাহিদাকেও নিলামে চড়ায় যেন।

মাঝরাত অব্দি চলল দোষারোপের বল ছোঁড়াছুড়ি।

— তোমার আশকারাতেই আজ এই কাণ্ডটা হল। মেয়েকে একটু শাসন করবে না। যা ইচ্ছে করতে দেবে। যুগ পালটেছে বলে কি বাবা-মায়ের অস্তিত্ব মুছে গেছে? বিয়ে করবি কর, একবার বাবা-মায়ের অনুমতি নিবি না? ঠিক আছে পারমিশন না নিক, তুমি তো ওর বন্ধুর মতো। তোমার সঙ্গে ডিসকাসও তো করতে পারত?

— ও কবে কোন ব্যাপারে আলোচনা করেছে? নিজের কেরিয়ারের ব্যাপারেও ডিসিশন নিয়েছে তো নিজেই। আমাকে শুধু ইনফর্ম করেছে। আমাকে দোষ দিচ্ছে কেন? তুমি কোন শিক্ষাটা দিয়েছো ওকে শুনি?

—তোমার মেয়েকে শিক্ষা দেব আমি? আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা? আমাকে সে মানুষ বলেই মানে নাকি? আমি তো মা, শুধু মা।

ঝগড়া করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল দু'জনে। ভোরে রাজেশ্বরীর ঘুম ভাঙল পেটের যন্ত্রণায়। ষোলো শুক্রবার বা শ্রাবণের সোমবারগুলোতে যেমন হত। মোমের পরীক্ষার আগে, মোমের অসুখ-বিসুখ করলে, কিংবা মোমের আমেরিকায় যাবার আগে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে শলা-পরামর্শ চলল খানিক। ঠাণ্ডা মাথায়। অনেকদিন বাদে ওরা দু'জনে যেন একমত হল। একটা অবাঞ্ছিত, কলঙ্ককর প্রসঙ্গকে সুন্দর একটা রূপ দিতে চেষ্টা করল। একে অন্যকে আক্রমণ করল না। যেন একটা বর্ণময় ল্যান্ডস্কেপ আঁকতে চাইছে ওরা একটা ময়লা ক্যানভাসের ওপরে। একজন ইজেলটা সোজা করে দিচ্ছে তো অন্যজন রং-তুলি এগিয়ে দিচ্ছে।

ঠিক হল কাউকে জানানো হবে না কথাটা। না আর্যর বোনকে, না রাজেশ্বরীর দাদাকে। যেমন চলছে চলুক। আর্য অফিসে বেরিয়ে যাবার পর যে দু-একজন এলেন রাজেশ্বরীর মায়ের সংবাদ নিতে, তাদের সামলাতে পারল রাজেশ্বরী একাই।

— হ্যাঁ আশি পেরিয়েছে তো। সেনেলিটি এসে গেছে। টুলে উঠে ওপর থেকে কী পাড়তে গিয়েছিলেন, পা ফসকে পড়ে গিয়ে ফিমার বোনে ফ্র্যাকচার হয়েছে। না-না, আমি আর যাচ্ছি না এখন। দাদা-বউদি আছেন। তাছাড়া মোমের বাবাকে তো চেনেনই। ওকে একা রেখেই বা যাই কী করে?

সপ্তাহটা কেটে গেল ঢাকঢাক-গুড়গুড় করতে করতে। অসাবধানতা বশত ছিটকে যাওয়া মুখের কথা রিপু করতে করতে।

রোববার সকালে নির্দিষ্ট সময়েই আবার এল ফোনটা।

— হাই ড্যাড। উই আর ব্যাক ফ্রম আওয়ার হানিমুন। জানো ড্যাড, দারুণ এনজয় করেছি আমি আর টিমোথি। ক্যান ইউ ইম্যাজিন তোমার মোম মেক্সিকো ঘুরে এল? মায়া সিভিলাইজেশনের, টোলটেক সিভিলাইজেশনের প্রচুর রুইনস্ দেখে এলাম। ইউ নো ড্যাড, রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে বাটারফ্লাই নেটে মাছও ধরেছি। ও ড্যাড, আ অ্যাম সো হ্যাপি। হাউ ইজ মাম্মা? ইজ শি স্টিল আপসেট? নো-নো, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক টু হার। গিভ হার সাম স্পেস্। ডোন্ট ওরি, শি উড বি ফাইন।

রাজেশ্বরীর প্রশ্নে জিভটা যেন আটকে গেল আজ। ঠিক কী কী বলল মেয়ে আগের মতো পুঙ্খানুপুঙ্খ বলতে পারল না আর্য।

দিন-সপ্তাহ-মাসগুলো কাটতে লাগল। তবে গতিটা যেন একটু মন্থর। রোববার সকালের উত্তেজনাটা নেই। বিকেলের জাবর কাটাটাও নেই। আচ্ছা তোমাকে তাই বলেছে বুঝি? কই আমাকে তো বলেনি। হ্যাঁগো, আর কী কী বলল তোমায়? আমার সঙ্গে তো শুধু ডালের ফোড়ন আর ঝোলের মশলার কথা। ডিমের ঝোল অত তেতো হচ্ছে কেন মা? কী বোকা মেয়ে বলতো? গরম তেলের ওপরে কেউ হলুদ গুঁড়ো দেয়? পুড়ে তেতো হবে না? মেয়ের কীর্তিতে হেসে কুটিকুটি হত রাজেশ্বরী।

আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয় সন্তর্পণে। না-না, এ বছর আর আসতে পারবে না মোম। ওর পি এইচ ডি-র কোয়ালিফাইং একজাম আছে তো। পরের বছর আসবে বলেছে। কী যে বল, এখনই বিয়ে কি? কীই বা বয়েস। এই তো সবে চব্বিশে পা দিল। আগে পড়াশুনোটা শেষ করুক। হ্যাঁ-হ্যাঁ, অমন পালটি ঘরের ছেলে অনেক আছে ওদেশে।

সপ্তাহান্তের কুশল সংবাদটুকুই এখন শুধু প্রত্যাশা ওদের। ঠিক প্রত্যাশাও নয়। যেন একটা রিচুয়াল। একটা নিয়ম। রাজেশ্বরী তার মায়ের জন্য যতটা উদ্বিগ্ন, ততটুকুই মেয়ের জন্য। একটু যেন ভোঁতা-ভোঁতা সেই অনুভূতি। হৃদয়ের চাইতে মস্তিষ্কেরই প্রাধান্য সেখানে। আকিঞ্চনের চাইতে কর্তব্যের। সেই নাড়িছেঁড়া তীব্র যন্ত্রণাটা নেই আর। মোম যেদিন চলে গেল, এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে হাপুস নয়নে কেঁদেছিল রাজেশ্বরী। মোমকে বুকে চেপে ধরে রেখেছিল। যেন ওরা অবিচ্ছেদ্য। এক হৃদয়যুক্ত ইউনিওভুলার ট্যুইন যেন ওরা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মোম যখন চলে গেল, ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল রাজেশ্বরীর বুকটা। ভিউয়িং গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল উড়ে গিয়ে প্লেনটার পথ আটকে দাঁড়ায়।

৩

মাসচারেক বাদের রোববার সকালে ফোনটা যখন বেজে উঠল, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ল না রাজেশ্বরী। শুয়ে শুয়েই আর্যকে বলল,

—ফোনটা ধর।

ঘুমটা ভেঙে যাওয়াতে একটু যেন বিরক্ত আর্য।

—হাই ড্যাড। তোমরা আজকাল ফোন কর না কেন? ই মেলও পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছো। মেয়েটা বেঁচে আছে না মরে গেল সে চিন্তাও কি নেই তোমাদের? ইউ গায়েস আর ভেরি সেলফিশ। ড্যাড লিসন, আই ডোন্ট লিভ উইথ টিমোথি নাউ। হোয়াট? ইয়া-ইয়া, আই হ্যাভ অ্যাপ্লায়েড পর মিউচুয়াল সেপারেশন।

সহজ গলায় কথাগুলো বলল মোম।

আর্য কি দায়িত্বশীল বাবার মতো কিছু বলে ফেলেছিল? এসব কথা বলছে কেন মোম? আর আর্যর হার্টটাই বা লাফিয়ে উঠে এত খুশির বুদবুদ তুলছে কেন? আবারও কী যেন বলতে চাইছে মোম। কিন্তু ওর গলায় এত কুণ্ঠা কেন? এসব অভিব্যক্তি তো ওদের শেখায়নি কোনও নাট্যসংস্থা।

—ড্যাড, ও ড্যাড, আ অ্যাম অ্যাশেমড্ টু সে, ও মাই গড! হাউ ক্যান আই সে? ও ড্যাড, আ অ্যাম রুইনড। ইউ নো ড্যাড, টিমোথি ইজ আ গে।

চুরমার হচ্ছে আর্যর ভেতরটা। মুখের রং পালটাচ্ছে। নীল-নীল, অবশ-অবশ, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। পরক্ষণেই গনগনে লাল। রাজেশ্বরীর মুখে অনেক প্রশ্ন। বলিরেখাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে। ওকে কী বলবে আর্য? ও কি জানে সমরতি কী? কখনও আলোচনা

করেনি ওরা এমন প্রসঙ্গ। সাইড এফেক্ট কতদুর গড়াতে পারে সে ধারণাও কি আছে ওর? মোম কি কিছু আঁচ করেছে? আ অ্যাম রুইনড বলল কেন তবে?

সেজোমাসির মুখটা মনে পড়ছে আর্যর। মামাবাড়ির ছোটোবেলার স্মৃতি। কী এক অজানা কারণে দ্বিরাগমনে এসে সেজোমাসি আর ফিরে যাননি শ্বশুরবাড়িতে। বৈধব্যের বেশে সারাটা জীবন কাটিয়েছিলেন আর্যর দাদুর বাড়িতেই। কিন্তু আর্য জানত, কেন জানত জানে না সে, মেসোমশাই কিন্তু বেঁচেছিলেন।

৪

একথাটা একটু ঢেকেঢুকেই বলতে হল রাজেশ্বরীকে। ওর মুখেও যেন একটা স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। একটা দামি শাড়ি কিনে এনে অনেক সময়েই খুঁত-খুঁত করে রাজেশ্বরী। ইস্! রংটা না ভীষণ ক্যাটকেটে। কিংবা, শাড়ির উলটো দিকটা দেখো

— কী টানা-টানা সুতো। চুড়ি-আংটি লেগে ঠিক কুঁচকে যাবে। তারপর একদিন দুপুরে শাড়ির প্যাকেটটা বগলদাবা করে, রিসিটটা সঙ্গে নিয়ে আবার যাবে ওই দোকানে। সন্ধেবেলায় আর্য ফিরলে উদ্ভাসিত মুখে দেখাবে বদলে আনা নতুন শাড়িখানা। যেন মুক্তি পেয়েছে ওই না-পসন্দ শাড়িটা থেকে।

মুখে কিছু না বললেও আর্য শুনল গুনগুন আওয়াজ আসছে বাথরুম থেকে। আজ অনেকদিন বাদে ব্রেকফাস্টে লুচি-আলুর চচ্চড়ি।

একটা নতুন উদ্যমে আর্যও ইন্টারনেটে কানেক্টেড হল আজ। আননোন জোনে ঘোরাফেরা করল খানিক। রোববার সকালে নেটে ব্যস্ততা কম থাকলেও আমাদের কমজোরী সার্ভার ধরা দিতে চায় না। আর সেই অধরা মাধুরীর খুদে-খুদে কালো পিঁপড়ের মতো অক্ষর দারোয়ানেরা দাঁড়িয়ে থাকে ফটক আগলে। দম-দেওয়া পুতুলের মতো শুধু বলে যায়, দিস পেজ ক্যান নট বি ডিসপ্লেড। মহাজাগতিক স্তরে পাসওয়ার্ডের আঁকশি দিয়ে ডাঁসা-ডাঁসা ঠিকানা পাড়ে আর্য। নাগালের মধ্যে আসি আসি করেও ফসকে যায় ওরা। হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ, ধরে ফেলেছে ওয়েবসাইটগুলো। জীবনসাথী ডট কম, শাদি ডট কম....।

খেলাটা চলল বেশ কিছুদিন। কোনও এক সঞ্জীবনী সুধা উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিয়েছে ওর। সেজোমাসির মতো নিঃসঙ্গ জীবন ও কাটাতে দেবেনা মেয়েকে। বাপের কর্তব্য করবে এবার। প্রথম অ্যাডটা ছাড়ার সময়ে যে সঙ্কোচটা ছিল, ঝেড়ে ফেলেছে সেটা। একটা বিয়ে করে ডিভোর্স নেওয়াটা কোনও পাপ নয়।

সারা পৃথিবী থেকে পাঁচশো ছিয়াত্তরটা রিপ্লাই এসেছে। ওরা সবাই ডিভোর্সি কিংবা বিপত্নীক। সবাই জন্মসূত্রে ভারতীয়। সবাই হিন্দু। এটাই ক্রাইটেরিয়া ছিল আর্যর।

শর্টলিস্ট করে আর্য। রাজেশ্বরীও কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে বসে। ভালো-মন্দ বিচার করে। প্রত্যেকটি ছেলেই ফটোসহ রেজুইমে পাঠিয়েছে।

— বুঝলে রাজ, দ্য বল ইজ ইন আওয়ার কোর্ট নাউ।